কৃষি সমাচার

কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫২ ❑ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ২০১৯ খ্রি. ❑ ১৭ ভাদ্র-১৫ কার্তিক ❑ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
তুলসী রঞ্জন সাহা
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আরিফ
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কৃষি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "বিএডিসি'র অবদান, বাড়ায় খাদ্য পুষ্টি জীবনমান"। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি মাথায় নিয়ে বিএডিসি যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিএডিসি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএডিসি কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিদেশ থেকে নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে পরিকল্পনা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ করেছে সে মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিএডিসি'র উপর সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আন্তরিক ও সচেষ্ট প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

ভেতরের পাতায় .....

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত.....০৩
পূর্ণাঙ্গ মধ্যম আয়ের দেশের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ- খাদ্যমন্ত্রী.....০৫
বিএডিসিতে জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ০৭
বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে খাদ্য মেলা ২০১৯ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন.....০৮
বিএডিসিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী.....০৯
বিএডিসিতে বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা ২০১৯ অনুষ্ঠিত.....১০
বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) মোমিনুর রশিদ আমিন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত.....১২
নিরাপদ এবং রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদন ভাবনাঃ চ্যালেঞ্জ ও করণীয়.....১৩
অগ্রহায়ণ- পৌষ মাসের কৃষি.....১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল : pro@badc.gov.bd, prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এসময় কৃষিসচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামানসহ সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকায় কৃষি ভবন, বিএডিসি, দিলকুশা, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন করেন। বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''বিএডিসি'র অবদান, বাড়ায় খাদ্য পুষ্টি জীবনমান"।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ও বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য ড. এস এম নাজমুল ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পক্ষে বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম ও বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. জাকির হোসেন চৌধুরী।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। আগে কৃষি কাজ করে উন্নত জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না কিন্তু বর্তমানে কৃষি এখন অভিজাত শ্রেণির পেশা হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল সবাইকে পেটপুরে খাওয়ানো আর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সবার জন্য পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে কৃষিকে আধুনিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। বিএডিসিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল স্থাপন করায় মাননীয় মন্ত্রী বিএডিসিকে ধন্যবাদ জানান। কৃষিকে লাভজনক করার পিছনে বিএডিসি অন্যতম ভূমিকা রাখছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিএডিসিতে অনেক উন্নয়ন হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বিএডিসি'র বীজ উৎপাদনের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। আগামী দিনে বিএডিসি কি করবে তা ম্যাট্রিক্স আকারে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সরকার সারের দাম

কমিয়েছে। ভুট্টার উৎপাদন বাড়িয়ে আমরা ভুট্টার তৈল উৎপাদন করতে চাই। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের চাকরি প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করেছেন যাতে এ পেশায় মেধাবীরা আসে।

মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। সকলকে জবাবদিহিতার মধ্যে আসতে হবে। যশোরের গদখালিতে বিএডিসি'র মাধ্যমে পলি হাউজে নিরাপদ সবজি চাষ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী বিএডিসি'র উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যত বেশি নতুন নতুন প্রযুক্তি মানুষের কাছে নিতে পারবেন ততই আপনাদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, আমি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় একটি ডায়রি মেনটেইন করতাম। তার নাম ছিল স্বপ্ন লিপিবদ্ধকরণ ডায়রি। যেখানে অনেক স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করা আছে। যার অনেক অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশে কি পরিমাণ বীজের চাহিদা রয়েছে ও কি পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে তার একটি গবেষণা দরকার। একটি কর্মসূচির মাধ্যমে বীজের চাহিদা নিরূপন করার কাজটি করলে বীজের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় করা যাবে।

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর মুরাল উন্মোচন শেষে মুনাজাত করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, কৃষিসচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামানসহ সংস্থার চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন

কৃষি সচিব আরো বলেন, কৃষকরা সারের পিছনে দৌড়ায় না সার কৃষকের পেছনে দৌড়ায়, খাল খননে বিএডিসি'র ভূমিকা অনন্য। সুবর্ণচরে বিএডিসি'র খামারে ১০ একর বায়োডাইভার্সিটি জোন স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতের বিএডিসিকে একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাই।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালের ১৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার ৫৮তম বর্ষ পূরণ করে। সংস্থাটি ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষণ ও বিতরণ, আধুনিক সেচ সুবিধা প্রদান ও সম্প্রসারণ, মানসম্মত সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম এ তিনটি উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিএডিসি'র সফলতার ধারাবাহিকতায় দেশের কৃষি উন্নয়নে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিএডিসি'র অসামান্য অবদানের প্রতিদানে সংস্থাটি কৃষি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭" (স্বর্ণপদক) অর্জন করে।

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি

পূর্ণাঙ্গ মধ্যম আয়ের দেশের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ- খাদ্যমন্ত্রী

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ মধ্যম আয়ের দেশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের শতভাগ পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিত করে অচিরেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। গত ১৬ অক্টোবর রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী' প্রতিপাদ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ এর সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব আশরাফ আলী খান খসরু এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

কৃষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত থাকছে। আমরা এ খাদ্য রপ্তানির জন্য বাজার খুঁজছি । এখন জনগণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

তিনি বলেন, শুধু আইন দিয়ে এবং সরকার চেষ্টা করলেই হবে না, নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতের জন্য দেশের জনগণকেও সচেতন হতে হবে। বলতে হবে, ভেজাল খাবো না-ভেজাল বিক্রি করতে দেবো না ।

সম্প্রতি কৃষির সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। বিশ্বের বহু দেশের মানুষ বাংলাদেশের কৃষির এই অকল্পনীয় উন্নয়নের গল্প শুনতে আসেন। বাংলাদেশের কৃষি এখন বিশ্বের অন্যতম রোল মডেল ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ কখনো খাদ্য ঘাটতি ছিলো না । নীল চাষ গছিয়ে দেয়ায় ব্রিটিশ আমলে এ ভূখন্ডে খাদ্য ঘাটতি শুরু হয়। যা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বিগত সরকাগুলোর আমলেও বহাল ছিলো।

সাম্প্রতিক কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের সাফল্য তুলে ধরে তিনি বলেন, এসব ক্ষেত্রে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম । কিন্তু দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বারবার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দেশে মাছ ২শ টাকা কেজির নিচে নেই, পোলট্রি মুরগীর কেজি ১৩০-১৪০ টাকা । আমরা বিদেশে পোলট্রির মাংস রফতানির প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে এক্ষেত্রে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যাতে সীসা ঢুকাতে না পারে।

গবাদি পশুর উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের গ্রামে এমন কোনো বাড়ি পাবেন না, যেখানে একটিও গরু পাওয়া যাবে না। একসময় গ্রামে গোয়াল ঘর উঠে গিয়েছিলো । এখন নতুন করে আবারো গোয়াল ঘর ফিরে এসেছে। এসময় হঠাৎ দুধে সীসা আছে বলে প্রচার করা হলো । ধ্বস নামলো দুধের বাজারে। কৃষকের মাথায় হাত এবং খামারিরা পথে বসে গেলো । আমরা এগিয়ে যেতে চাইলেও আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ষড়যন্ত্র আমদেরকে টেনে ধরার চেষ্টা করছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আরিফুর রহমান অপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি ছিলেন এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. রবার্ট ডি. সিম্পসন। আয়োজিত সেমিনারে প্রতিপাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন থাইল্যান্ডের মাহিডল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ভিসিথ চাভাসিট।

(বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায়)

চিত্রে বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান এমপি

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষিসচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপিকে বিএডিসিতে আগমন উপলক্ষ্যে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএডিসি'র সিবিএ নেতৃবৃন্দ

বিএডিসিতে জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি'র উদ্যোগে "দুর্নীতির উন্নতির অন্তরায় দুর্নীতি প্রতিরোধ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতি এবং আমাদের কর্তব্য " শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান।

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান

বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এবং সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সহসভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মো. কামরুল হাসান, বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মনিরা রহমান, বিএডিসি'র উপপরিচালক জনাব মুকসুদ আলম খান মুকুট। বিএডিসি সিবিএ এর সভাপতি জনাব দেওয়ান মো. জালাল উদ্দিন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম এবং বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির আহবায়ক জনাব মো. আনায়ারুল কাদির।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কৃষিবিদ মুহা. আজহারুল ইসলাম

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে কৃষিবিদ হামিদুর রহমান বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মহিয়সী কন্যা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে দেশকে নিয়ে গেছেন ১৯৭১ সালে যারা অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে, মা বোনদের সম্মানহানি করেছে তাদের বিচার করেছেন, তিনি বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার করেছেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে মানুষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমার দেশের প্রতিটা মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। তেমনিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষকের উপকার করার জন্য বিএডিসিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কৃষি উপকরণ খাঁটি না হলে কৃষক বঞ্চিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে দুর্নীতিমুক্ত ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণের যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে খাদ্য মেলা ২০১৯ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত খাদ্য মেলায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। গত ১৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কেআইবির থ্রিডি হলে মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। এ সময় বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মুহা. আজহারুল ইসলামসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রেস্টটি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর কাছে হস্তান্তর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) ড. মো. আবদুর রৌফ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ উইং) জনাব সনৎ কুমার সাহা, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডি. সিম্পসন। রাজধানীর খামারবাড়ির কেআইবি কমপ্লেক্স চত্বরে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে গত ১৬-১৮ অক্টোবর খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের খাদ্য মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী'। মেলায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বিভিন্ন মডেল, হাইব্রিডসহ উন্নত জাতের মানসম্মত ফসলের বীজ, বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি প্রদর্শন করায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ মধ্যম আয়ের দেশের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ- খাদ্যমন্ত্রী

(৫পৃষ্ঠার পর)

মূল প্রবন্ধোর ওপর আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাজমা শাহীন, আইসিডিডিআরবির সিনিয়র পরিচালক ডা. তাহমিদ আহমেদ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী প্রমুখ সেমিনারে অংশ নেন।

এর আগে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে কেআইবি চত্বরে তিন দিনের খাদ্য মেলা উদ্বোধন করে বিএডিসি'র স্টলসহ অন্যান্য স্টলগুলো ঘুরে দেখেন। সকালে বের হয় এবারের খাদ্য দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালি। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিটি মেলা প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। মেলায় সরকারি ও সেরকারি ৪৬টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করেছে। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের উদ্দেশ্য হল-ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা, কৃষির উন্নতিতে মনোযোগ দেওয়া, কৃষিভিত্তিক উৎপাদনে উৎসাহ দান করা, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহায়তা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, গ্রামীণ মানুষ, মূলতঃ মহিলা ও কম উন্নত মানুষের অবদানে উৎসাহ দান, প্রযুক্তির সমৃদ্ধিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া ।

বিএডিসিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি ও কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ১০ম তলার বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান এবং সাবেক কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রীসহ অতিথিবৃন্দ বঙ্গবন্ধু কর্নার ঘুরে দেখেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। মাননীয় মন্ত্রী পরিদর্শন বইতে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন এবং স্বাক্ষর করেন। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে মুক্তিযোদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান বর্তমানে কৃষিসচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের উদ্যেগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলামের দিক নির্দেশনায় কর্নারটি পূনাঙ্গ রূপ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু কর্নারে ব্যাপক সংখ্যক বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ এসংক্রান্ত বই স্থান পেয়েছে। কর্নারটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। পাঠকদের পড়ার জন্য টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ভাষণসহ বিভিন্ন ভিডিও প্রদর্শনে জন্য একটি এলইডি টেলিভিশন স্থাপন করা হয়েছে। কর্নারে বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণের টেরাকোটা ও বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের ফলে বিএডিসিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে এবং ব্যক্তি জীবনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে পারবেন। গত ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি বিএডিসি'র গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) পদে মোঃ আরিফ এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬.১০.২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০২. ১৮-৮১৪ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আরিফ গত ৩১.১০.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক পদে যোগদান করেন। একই তারিখে তাঁকে সদস্য পরিচালক (অর্থ) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বর্তমান পদে যোদানের পূর্বে তিনি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)তে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাতীয় সংসদ সচিবালয়; আশ্রায়ন প্রকল্প; আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে তিনি সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভূমি) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক প্রভৃতি পদে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান হতে এমএসএস ও এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজ জেলা যশোর। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

বিএডিসিতে বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা ২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার হলে বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র গবেষণা সেলের প্রধান সমন্বয়ক ড. মো. রেজাউল করিম। গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন যথাক্রমে ড. মো. মাহবুবুর রহমান, ড. মো. নাজমুল ইসলাম, খান ফয়সল আহমেদ, সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ এবং ড. মো. মাহবুবে আলম।

কর্মশালায় কারিগরী সেশনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিদ্যালয়ের সীড টেকনোলজি ইউনিট এর প্রফেসর ড. এম মঈনুল হক। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. এএফ এম জামাল উদ্দিন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. তাওহীদুল ইসলাম।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে বিএডিসি'র গবেষণা একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। কৃষকের চাহিদামত আমাদের বীজ সরবরাহ করতে হবে। আমাদের আগামী চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের নিরাপত্তা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা। কৃষির আধুনিকায়ন যান্ত্রিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে। কৃষি রপ্তানিযোগ্য পণ্য হলে কৃষকরা আগ্রহী হবে। বিএডিসি'র গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে সেটা থেমে যাবেনা। বিএডিসি অচিরেই তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে এবং আরো উন্নত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষির বণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদির কারণে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জন চাহিদা নিরুপণে যে ধরণের জনসম্পৃক্ততা দরকার তা বিএডিসি'র কর্মপদ্ধতির কারণেই বিশেষভাবে বিদ্যমান। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে জন আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা, চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করা ও সে অনুযায়ী গবেষণা কর্মের নকশা প্রণয়ন করা এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিএডিসির সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং দক্ষতা বিদ্যমান থাকলেও গবেষণাক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা হয়নি।

বর্তমানে বিএডিসিতে কৃষির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বীজ, সার ও সেচ কার্যক্রম যথাযথ ভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, বিএডিসি থেকে ইতোমধ্যে ২২ জন কর্মকর্তা সর্বশেষ প্রযুক্তির (Latest Technology) উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রকল্পের সহায়তায় ইতোমধ্যেই সীমিত আকারে হলেও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মত অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। এর আলোকে দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় গত ২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ স্মারক নং ৪৩৩ এর মাধ্যমে বিএডিসি'কে রাজস্ব খাতের গবেষণা ও উদ্ভাবনীর জন্য বিশেষ বরাদ্দ ব্যবহার নীতিমালা/নির্দেশিকা ২০১৬ তে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিএডিসি প্রতিষ্ঠার ৫৭ বছর পর সময়ের প্রয়োজনে, কৃষিবান্ধব সরকারের সদিচ্ছায় গবেষণা কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে ০১ অক্টোবর ২০১৮ সালে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন ২০১৮ পাশ হয়। উক্ত আইনে বিএডিসি'কে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি, নতুন জাত উদ্ভাবন এবং সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে। এ আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬ টি কার্যাবলির মধ্যে ২ টি নিম্নরূপ

১. কৃষি গবেষণার মাধ্যমে লাগসই ও টেকসই কারিগরি কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, নির্বাচন, প্রবর্তন ও কর্পোরেশনের নামে ছাড়করণ

২. সেচযন্ত্র, সেচ এলাকা, পানিসম্পদ, পানির গুণাগুণ, স্তর ও প্রাপ্যতার জরিপ পরিচালনা এবং সমীক্ষা, গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ডাটা ব্যাংক তৈরি।

প্রণিত আইনের ভিত্তিতে বর্তমানে বিএডিসিতে গবেষণা সেলের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম নতুন কলেবরে শুরু করা হয়েছে। চলমান ৭ টি গবেষণা কার্যক্রম ছাড়াও বিশিষ্ট জিন বিজ্ঞানি ড. আবেদ চৌধুরি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধান ছাড়করণের জন্য কানিহাতি ধানের এ্যাডভান্স লাইনের ট্রায়াল কার্যক্রম চলছে। বিএডিসি কালার পটেটো (KAC-100081) ছাড়করণের জন্য অনুরূপভাবে ট্রায়াল কার্যক্রম চলছে। পরিবর্তিত জলবায়ু অভিযোজনে সক্ষম কতিপয় জাত যা বিএডিসি নিজস্ব কৌলিসম্পদ যেমন-বিএডিসি মটর, পাক্কারাই সরিষা, গজকরলা, কেগরনাটকি বরবটি, কপিপালং লালশাক, জুমলং চিচিংগা, কাশিমপুরি পেঁপে এবং বিদেশ হতে প্রাপ্ত থাইশরিফা, জাবটিকাবা, এভোকাডো, কাশ্মিরি কুল, সিডলেস পেয়ারা, মিশরীয় ডুমুর ইত্যাদি ফসলের জাত ছাড়করণের/নিবন্ধনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এছাড়াও বর্তমানে হিমাগারসমূহে বীজআলুর

কর্মশালায় গবেষণাপত্র উপস্থাপন করছেন বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক ড. মো. নাজমুল ইসলাম

ঘাটতি নিরূপণ, দানাজাতীয় বীজের সংরক্ষণাগার ঘাটতি নিরূপণ, বিএডিসি খামারসমূহে হাইব্রিড ধানসহ অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল ধানের ইল্ড পটেনশিয়ালিটি নিরূপণ, উদ্যান ও এগ্রোসার্ভিস সেন্টারসমূহে নারিকেল চারা অঙ্কুরোদগম হার নিরূপণ ইত্যাদি বিএডিসির জন্য সময়োপযোগী প্রায়োগিক গবেষণা হিসেবে বিবেচিত। উপরন্ত রোগমুক্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রোগদমন ও বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা অতীব জরুরি।

আমাদের গবেষণা ভাবনা:

১. জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্পসময়ে, স্বল্পপরিসরে, দ্রুত কৃষিবীজ বর্ধন কৌশল উদ্ভাবন;

২. রপ্তানি উপযোগী আলুর জাত নির্বাচনের জন্য গবেষণা;

৩. বীজ আলুসহ অন্যান্য বীজের সংগ্রহোত্তর ঘাটতি (Post harvest loss) কমানো;

৪. সারা বছর উৎপাদন করা যায় এমন শাক-সবজি ও ফলমূলের জাত নির্বাচন ও উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন;

৫.দীর্ঘ সময় বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (Germination), তেজ (Vigor), সতেজতা (Viability) বজায় রাখার বিষয়ে গবেষণা;

৬. মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সুষম সারের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য গবেষণা;

৭. ফলিয়ার ফিডিং কৌশল ব্যবহার করে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক স্যার ব্যবহার হ্রাসকরণ;

৮. সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে সারের গুণগত মান ও চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত গবেষণা;

৯. কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে দেশে উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির উপর গবেষণা;

১০. নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন- সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচসুবিধা প্রদানের বিষয়ে গবেষণা;

১১. লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় ড্রিপ ও স্প্রিংকলার ইরিগেশনের মাধ্যমে অনাবাদী জমি সেচের আওতায় আনয়নের বিষয়ে গবেষণা।

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) মোমিনুর রশিদ আমিন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন এর বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) ও সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন এর বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মো. জিয়াউল হক, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) জনাব মো. কামরুল হাসান, হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব রুনা লায়লা এবং বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি- ১৯০৩ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. জাকির হোসেন চৌধরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, আজকে বিদায়ী অতিথিকে বলার মত ভাষা নেই। কোন বিশেষণেই তাকে মূল্যায়ন করা যায় না। কর্মকর্তা হিসেবে তিনি একজন সত্যিকার অর্থে পেশাদারী আমলা। তিনি দক্ষ, নেতৃত্ব প্রদানকারী নিরপেক্ষ, নির্ভরযোগ্য মেধাসম্পন্ন, প্রগতিশীল, ন্যায়বিচারক, গতিশীল ও পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা। তাঁর বিদায়ে বিএডিসি'র আকাশ থেকে একটি তারা খসে পড়ল। তার শূন্যস্থানটি অপূরণীয়। তিনি বিএডিসিকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন। চলে যাওয়ার পরও বিএডিসি'র প্রতিটি মানুষের কাছে তিনি আপন হয়ে থাকবেন।

বিএডিসি'র গম বীজের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ

২০১৯-২০ বর্ষে বিতরণের জন্য গম বীজের বিক্রয় মূল্য সংস্থা কর্তৃক নিম্নরুপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে

ক্র: নং	গমবীজের নাম	বীজের শ্রেণি	২০১৯-২০ বর্ষের জন্য গম বীজের নির্ধারিত বিক্রয় মূল	
			ডিলার পর্যায়ে (টাকা/কেজি)	চাষি পর্যায়ে (টাকা/কেজি)
০১.	বারিগম-২৫, বারিগম-২৬, বারিগম-২৭, বারিগম-২৮, বারিগম-২৯, বারিগম-৩০, বারিগম-৩১, বারিগম-৩২, বারিগম-৩৩, বিনাগম-১ ও অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৩৮.০০	৪৪.০০
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩২.০০	৩৭.০০

নিরাপদ এবং রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদন ভাবনাঃ চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। অর্থনৈতিক খাত হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থির মূল্যে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ১৪.২৩ ভাগ। তন্মধ্যে কেবল শস্য ও শাকসবজি উপখাতের অবদান শতকরা ৭.৫১ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪০.৬২ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮)।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই যুগে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদন প্রযুক্তির সাথে সাথে বিপণন কৌশলের উন্নয়ন অনস্বীকার্য। তাই যে কোন ফসল আবাদে জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, বীজ ও চারা নির্বাচন, বপন, রোপণ, পরিচর্যা, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো, কর্তন, উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ খুবই গুররুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায় কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে দামের ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজার সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের সরাসরি পাইকারি বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা জরুরি। সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পণ্যের গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দেশে আশির দশকের পূর্বে বাণিজ্যিকভাবে ফুল ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবহার হতো না বলে কৃষক পর্যায়ে ফুল চাষে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। বর্তমানে দেশে ফুলের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে বাণিজ্যিকভিত্তিতে উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও ফুলের উৎপাদন ও বিপণন হচ্ছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে ফুল উৎপাদন শুরু হয় ১৯৮৩ সালে যশোরে জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার পানিসরা গ্রামে। বর্তমানে বাংলাদেশের ২৪টি জেলার প্রায় ৫,৬৬৫ হেক্টর জমিতে ফুল চাষ হচ্ছে (ডিএই ২০১৭-১৮)। ফুল উৎপাদন ও বিপণনে প্রায় ১.৫০ লক্ষ মানুষ সরাসরি নিয়োজিত রয়েছে। ফুল শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে ফুলের ব্যবহার কয়েকগুণ বেড়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন: বিজয় দিবস, মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, বিবাহ, জন্মদিন, পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে ফুলের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এছাড়াও যেকোন সভা-সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে ফুলের ব্যবহার এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বিশ্বে বর্তমানে ফুলের বাজার মূল্য প্রায় ৪০-৫০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু বৈশ্বিক বাণিজ্যে এ খাতে বাংলাদেশের অবদান মাত্র শতকরা ৩.৫ ভাগ। আশা করা যায় আগামীতে বৈশ্বিক ফুলের বাজার মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের পরিবেশ, জলবায়ু ও মাটি ফুল চাষের জন্য উপযোগী বিধায় এ খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে প্রায় ১৩ জাতের ফুল উৎপাদিত হচ্ছে। তন্মধ্যে গোলাপ, রজনীগন্ধা, জারবেরা, গাঁদা, গ্লাডিওলাস, জিপসি, রডস্টিক, কেলেনডোলা ও চন্দ্রমল্লিকা বেশি উৎপাদিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট ফসলি জমির প্রায় ৫% অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমির প্রায় ১০% সবজি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অল্প পরিমাণ জমি থেকে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিপুল জনগোষ্ঠির সবজি চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বিশ্বে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৮.৬১ লক্ষ হেক্টর জমি থেকে ১৫৯.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদিত হয়েছে। যদিও সবজিভিত্তিক পুষ্টি গ্রহণের উপাত্ত ও পরিমাণে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন: গড়ে দৈনিক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির গ্রহণ করা প্রয়োজন ২০০-৩০০ গ্রাম। আর গ্রহণ করছে মাত্র ১০০-১৬৬ গ্রাম। সেক্ষেত্রে সবজির উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় আরও দ্বিগুণের বেশি বাড়াতে হবে।

যশোরের গদখালীতে ড্রিপ ইরিগেশনের মাধ্যমে পলিশেডে ফুল ও সবজি চাষ

দেশে প্রায় ১০০টি জাতের সবজি উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের দেশে প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ কৃষক পরিবার রয়েছে। প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবার কম বেশি সবজি চাষ করছে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (FAO) তথ্য মতে গত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে বাংলাদেশের ৫০ জাতের সবজি রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৫০ কোটি ৪১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার সবজি রপ্তানি হয়েছে এবং রপ্তানির পরিমাণ প্রতিবছর বাড়ছে। বিদেশে বাংলাদেশের সবজির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু উদ্যোক্তারা চাহিদার মাত্র ২-৫ শতাংশ রপ্তানি করতে পারছে।

বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার রপ্তানিযোগ্য ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং কার্যকর বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। নিরাপদ সবজি উৎপাদনের বিষয়টি অন্যান্য কৃষি উৎপাদনের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সবজি ফসল বিভিন্ন রোগ ও কীট পতঙ্গ দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। তাই উৎপাদন পর্যায়ে কৃষক অতিমাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার এবং নিরাপদ সময়ের আগেই তা বাজারজাত করে। অনেক

সবজিই কাঁচা বা অল্প রান্নায় খাওয়া হয় বলে মানবদেহে বিষাক্ত খাবারের প্রভাব পড়ে। ফলে নানারকম রোগবালাই ও অসুস্থতার ঝুঁকি থাকে। উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে ফসল কাটা বা উত্তোলন, বাজারজাতকরণ পর্যন্ত এমনকি ভোক্তার হাতে যাওয়ার পরও তা বিভিন্নভাবে অনিরাপদ হতে পারে। এ সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞানের অভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অসচেতনতায় সবজি ফসলকে অনিরাপদ করে খাবারের অনুপযুক্ত অথবা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুকিপূর্ণ করে তুলতে পারে।

কৃষকের অধিক মুনাফা নিশ্চিতকরণে সবজির মতো দ্রুত পচনশীল পণ্য সমন্বিত ও উন্নত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। যা আমাদের দেশে একেবারেই অনুপস্থিত বলে সবজি চাষিরা বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের কষ্টার্জিত উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম মূল্যও পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই তা চাষিদের জন্য আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে নিরুৎসাহিত হয়। তাই সবজির মতো দ্রুত পচনশীল অথচ অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্যের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে ও কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নত বিপণন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সরকার ও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদনে চ্যালেঞ্জসমূহ:

১। আধুনিক প্রযুক্তির চাষাবাদে জ্ঞানের অভাব;

২। মানসম্মত উন্নত জাতের বীজ ও চারার দুষ্প্রাপ্যতা;

৩। স্বাস্থ্য সম্মত পরিমিত মাত্রায় সার ও বালাইনাশক ব্যবহারে সচেতনতার অভাব;

৪। সেচের পানির উৎস, প্রয়োগ, পরিবহণ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিষয়ে অপর্যাপ্ত জ্ঞান;

৫। নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামোর স্বল্পতা;

৬। ফুল ও সবজির জন্য হারভেস্টিং ইয়ার্ড, এসেম্বল ও প্রসেসিং সেন্টারের অভাব;

৭। প্যাকেজিংসহ সংরক্ষণাগার, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও কুলিং পরিবহণ ব্যবস্থাপনার অভাব;

৮। রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে ফুল ও সবজির স্থায়ী পাইকারি বাজার নেই;

৯। সর্বোপরি কৃষকের মুলধন এবং সরকারি সহায়তার অভাব;

১০। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার প্রচারণা নেই;

১১। কৃষিভিত্তিক শিল্প উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকরণ জোনের অভাব।

নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদনে করণীয়সমূহ:

১. সারাদেশে ফুল ও সবজি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কলাকৌশল বিষয়ে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কৃষককে জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, ফসলের পরিচর্যা, উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

২. দেশীয় গবেষণাগার অথবা প্রয়োজনে আমদানি করে উন্নত জাতের বীজ ও চারা সরবরাহকরণ, বীজ ও চারা সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং তা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে;

৩. পরিমিতমাত্রায় সার ও বালাইনাশক প্রয়োগে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৪. ফুল ও সবজি উৎপাদনে সেচের পানি বিতরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য ফসলে যে পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করা হয় ফুলে তা করা সম্ভব হয় না। ফুল ও সবজিতে ড্রিপ এবং স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিই সঠিক সেচ প্রযুক্তি। স্প্রিংকলার ও ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে প্রতিটি গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় ও পরিমিত সেচ প্রয়োগ করা যায়। ফলে পানির অপচয় হয় না। অপরদিকে, ড্রিপ ও স্প্রিংকলারের সাথে পরিমিত মাত্রায় সার মিশিয়ে ফার্টিগেশন করা যাবে। তাই নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে ড্রিপ ও স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৫. নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো অর্থাৎ পলি হাউজ নির্মাণ প্রয়োজন। উক্ত পলি হাউজে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন, অতি বেগুনি রশ্মি, ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ হতে রক্ষা করে শীত গ্রীষ্মসহ সব মৌসুমে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। ফগার ইরিগেশনের মাধ্যমে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে ফলনও বৃদ্ধি করা যাবে। এছাড়াও পলি হাউজে ভার্টিক্যাল হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ভূমির উপর ৫ স্তরে ফুল ও সবজি উৎপাদন করা সম্ভব হবে;

৬. ফুল ও সবজি সংরক্ষণের পর রপ্তানির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও সাময়িক সংরক্ষণ করা হলে একদিকে অপচয় কমবে, অপরদিকে উৎপাদনকারীর ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে সবার জন্য বছরব্যাপী পুষ্টি নিশ্চিত করা যাবে। ফলে ফুল ও সবজি সর্বোচ্চ বাজার মূল্য প্রাপ্তি ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং পোস্ট হারভেস্ট লস কমে যাবে। উক্ত কার্যক্রমের জন্য হারভেস্টিং ইয়ার্ড, এসেম্বল সেন্টার ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করতে হবে;

৭. উৎপাদিত ফুল ও সবজি সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে ২৫-৪০% নষ্ট হয় এবং ভরা মৌসুমে ফুল ও সবজির দাম কমে যায়। ফলে কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। বিভিন্ন প্রকার শীতলীকরণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সংগৃহীত ফুল ও সবজি রপ্তানির পূর্ব পর্যন্ত কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বল্প মেয়াদে সংরক্ষণ এবং কুলিং পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৮. রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের শহরগুলোতে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি বিক্রয়ের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা কৃষক বাজার প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

৯. নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের সহজ শর্তে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা সরকারি পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে;

১০. নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে এবং খাদ্য মানের উপযোগিতা, উপকারিতা, বিক্রয় বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করতে হবে;

১১. কৃষিজাত দ্রব্যের স্বাস্থ্যসম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে হিমায়িতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণসহ বিভিন্ন পদ্ধতির সংরক্ষণ ব্যবস্থা করার ফলে সংরক্ষিত কৃষিজাত পণ্য এখন সারা বছরব্যাপী স্থানীয় বাজারে বিক্রয়সহ বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগের ফলে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে আগামী দশকটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ অংশীদার হবে বলে আশা করা যায়। উল্লিখিত পরিমাণ প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনের জন্য সাধারণ শিল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশের সরকারি পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য পলিসিগত পরিবর্তন এনে কৃষি শিল্প উদ্যোগতা/রপ্তানিকরণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

বিএডিসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমান কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর নির্দেশনায় "যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল ও সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন" শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদনের কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফুল ও সবজি উৎপাদিত হচ্ছে এবং কৃষক তার সুফল পাচ্ছে।

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা /কর্মচারীদের সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক ব্যবস্থাপক (ক্রয়) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. শেখ খবির উদ্দিন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. কুতুব উদ্দিন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক ব্যবস্থাপক (ক্রয়) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. শেখ খবির উদ্দিন।

সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আক্তার হোসেন খান, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ওসমান গনি, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আতাউর রহমান, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. খালিলুর রহমান, সাবেক উপ হিসাব নিয়ন্ত্রক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মফিজুল ইসলাম, সিবিএ এর সাবেক মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আজিজুর রহমান এবং সিবিএ এর সাবেক কার্যকরী সভাপতি মো. সামছুল হকসহ আরো অনেকে। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, তারা কেউ ১০ বছর হতে ১৫ বছরের উর্ধ্বে সংস্থা হতে অবসরগ্রহণ করেছেন। বিএডিসি'তে পেনশন না থাকায় এবং পেনশন সমতাভিত্তিক আনুতোষিকসহ অবসরকালীন অন্যান্য আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় তারা খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। কোনো কোনো বক্তা উল্লেখ করেন দেশে বিএডিসি'র ন্যায় বিভিন্ন কর্পোরেশন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহে ইতোমধ্যেই পেনশন চালু হয়েছে। বক্তাগণ বিএডিসি'তে অবিলম্বে পেনশন চালু করার জোর দাবী জানান।

এছাড়া আরো কিছু সংস্থায় বিএডিসি'র ন্যায় আনুতোষিক সিপিএফ ভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতি মাসে চিকিৎসা ভাতা, ২ টি ঈদ উৎসব ভাতা ও বৈশাখী ভাতা পেয়ে আসছেন। উক্ত ভাতাসমূহ বিএডিসি'তে প্রচালনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রতি জোর দাবী জানান। অবসরপ্রাপ্তদের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার জন্য একটি সাবজেক্ট কমিটি গঠন করা হয়।

তিত বেগুনের সঙ্গে টম্যাটোর গ্রাফটিং, গ্রীষ্মকালীন টম্যাটো উৎপাদনে বাম্পার ফলন

কুমিল্লায় এবার গ্রীষ্মকালীন টম্যাটো চাষে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তিত বেগুন চারার কান্ড এবং বারি-৮ জাতের টম্যাটোর চারার গ্রাফটিং পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টম্যাটো উৎপাদনে বাম্পার ফলন হয়েছে। কুমিল্লা বিএডিসি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে আগাম টম্যাটো চাষ করে ভালো ফলন ও অধিক দাম পেয়ে বেশ খুশি জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা।

বিএডিসি কুমিল্লা অঞ্চলের উপপরিচালক মোঃ নিগার হায়দার খান বলেন, এই প্রযুক্তির গ্রীষ্মকালীন টম্যাটো উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম। তাই এই টম্যাটো চাষে জমিতে ছাউনির প্রয়োজন হয় না এবং কীটনাশকও ব্যবহার কম হয়। প্রতি শতকে ১৪০ থেকে ১৫০ কেজি ফলন হয়। কাঁটা বেগুনের কাণ্ড ও টম্যাটোর চারার ক্রসের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবন হওয়ার পোকার আক্রমণ অনেক কম এবং ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। এতে ফল বিষমুক্ত, পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। কৃষকরা এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে আগাম জাতের টম্যাটোর চাষ করে অধিক লাভবান হচ্ছেন।

সংকলিত: দৈনিক ইত্তেফাক
১৪/০৯/২০১৯

অগ্রহায়ণ- পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ: নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান: এসময় আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তুপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডন থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কর্মক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা - খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান: বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখোনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে প্লাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম: এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে জেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরুপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোক্স বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি ও সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু: এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তম রুপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০:১২০:১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টি এস পি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি: ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সবজির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ: ইতিমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবক্স ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী, মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজবপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস: এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিঁকড় ছিড়ে না যায়। ২/১ টি সুস্থ সবল চারা লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম: গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু: আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলু আগাম ধ্বসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমণের প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষোধক রুপে রোগের অনুকূলে আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল: সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদীজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল: এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সবজি ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

বিএডিসি'র বীজ আলুর বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত "বীজের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ কমিটির" সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৯-২০ সালে বিপণনযোগ্য বিভিন্ন শ্রেণি, জাত ও গ্রেডের বীজআলুর বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বীজের শ্রেণি	জাত	শ্রেণি, জাত ও গ্রেড ভিত্তিক বিক্রয়মূল্য							
			ডিলার পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য				চাষি পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য			
			গ্রেড-এ (২৮-৪০ মি:মি)	গ্রেড-বি (৪১-৫৫ মি:মি)	আন্ডার সাইজ (২০-২৭ মি:মি)	ওভার সাইজ (৫৬-৬০ মি:মি)	গ্রেড-এ (২৮-৪০ মি:মি)	গ্রেড-বি (৪১-৫৫ মি:মি)	আন্ডার সাইজ (২০-২৭ মি:মি:)	ওভার সাইজ (৫৬-৬০মি:মি:)
০১.	মিনিটিউবার (ব্রিডার-১)	সকল জাত	৪৩৫.০০							
০২.	স্থানীয় ব্রিডার (প্রাক-ভিত্তি)	সকল জাত	৭৫.০০							
০৩.	ভিত্তি	এস্টারিক্স	৩৫.০০	৩৩.০০	৩৫.০০	২১.০০	৩৯.০০	৩৬.৫০	৩৯.০০	২৩.৫০
		কার্ডিনাল/ডায়মন্ড/গ্রানোলা/ লেডিরোসেটা/কারেজ	২৯.০০	২৭.০০	২৯.০০	২০.০০	৩২.০০	৩০.০০	৩২.০০	২২.০০
০৪.	প্রত্যায়িত/মানঘোষিত শ্রেণির বীজআলু	এস্টারিক্স	২৫.০০	২৩.০০	-	-	২৮.০০	২৫.৫০	-	-
		কার্ডিনাল/ডায়মন্ড/গ্রানোলা/ কারেজ/ লেডিরোসেটা/ ভুলুমিয়া/ রোজাগোল্ড	২২.০০	২১.০০	-	-	২৪.৫০	২৩.৫০	-	-
০৫.	সিডলিং টিউবার	বারি টিপিএস-১ (II/৬৭)/ বারি টিপিএস-২ (VII/৬৭)	১৫-২৫মি:মি:	২৬-৩৫মি:মি:	-	-	১৫-২৫মি:মি:	২৬-৩৫মি:মি:	-	-
			১৯.০০	১৮.০০	-	-	২১.০০	২০.০০	-	-
০৬.	টিপিএস	বারি টিপিএস-১ (II/৬৭)/ বারি টিপিএস-২ (VII/৬৭)	১২.০০ (প্রতি গ্রাম)				১৩.০০ (প্রতি গ্রাম)			

বিএডিসি'র বোরো বীজের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

২০১৯-২০ বর্ষে বিতরনের জন্য বোরো বীজের বিক্রয় মূল্য বিএডিসি নিম্নরুপভাবে নির্ধারণ করেছে:

ক্র: নং	বীজের নাম	বীজের শ্রেণি	২০১৯-২০ বর্ষের জন্য বোরো ধানবীজের নির্ধারিত বিক্রয় মূল	
			ডিলার পর্যায়ে (টাকা/কেজি)	চাষি পর্যায়ে (টাকা/কেজি)
১.	বিআর২৮, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৬৩, ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৬	ভিত্তি	৩৯.০০	৪৫.০০
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৩.০০	৩৮.০০
২.	বিআর৩, বিআর১৪, বিআর১৬, বিআর২৬, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৫৯, ব্রি ধান৬০, ব্রি ধান৬১, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৬৮, ব্রি ধান৬৯, ব্রি ধান৭৪, বিনাধান-৮, বিনাধান-১০, বিনাধান-১৪, বিনাধান-১৮ এবং নেরিকাসহ অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৩৮.০০	৪৪.০০
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩২.০০	৩৭.০০
৩.	বাংলাজিরা	মানঘোষিত	৩৬.০০	৪২.০০
৪.	ব্রি ধান-৫০ (সুগন্ধি) ও দুদুলতা	ভিত্তি	৪৭.০০	৫৪.০০
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৪২.০০	৪৯.০০
৫.	এসএল-৮ এইচ সহ অন্যান্য হাইব্রিড	মানঘোষিত	২০০.০০	২৩০.০০

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্নারে ৭মার্চের ভাষণের টেরাকোটা পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় উপবিস্ট সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যানবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী এর অবসরগ্রহণ উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) জনাব মো. মিজানুর রহমান এর অবসরগ্রহণ উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

পায়রা উড়িয়ে বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন শেষে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ম্যুরাল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

চিত্রে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

স্টলে প্রদর্শিত সবজি বীজ উৎপাদন খামারের মডেল

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার সবজি

স্টলে প্রদর্শিত চিনাইল

স্টলে প্রদর্শিত ক্যান্সার প্রতিরোধী কালার পটেটো

স্টলে প্রদর্শিত মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন টিস্যু কালাচার পদ্ধতি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।